R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No.—WB/MSL—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
অফসেটে ছাপা, পরিস্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৯০ সাল
২৯শে জুন, ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

ফরাক্কা থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পাবে ২০৫ মেগাওয়াট

রঘুনাথগঞ্জ : ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে ২০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী। জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীনের কাছে শক্তিমন্ত্রী জানিয়েছেন, ফরাক্কা তাপ বিদ্যুতের প্রথম ইউনিট থেকে ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মিলবে। ৮৫ সাল নাগাদ ঐ ইউনিটটির কাজ শেষ হবে। মুরশিদাবাদের মনিগ্রামে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য গত বছর অক্টোবর মাসে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কেন্দ্রের কাছে প্রজেক্ট রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী এ বাবদ ১৩৮৫ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। প্রথম ইউনিটটি নির্মাণ কাজ শুরুর ৮৪ মাসের মধ্যে চালু করা যাবে। এবং অন্যান্য ইউনিটগুলি চালু হবে এক বছর অন্তর। লোকসভার বিগত অধিবেশনে শ্রীআবেদীন জঙ্গিপুর মহকুমার কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন দপ্তরের একাধিক মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঐ দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্নের জবাবেই শক্তিমন্ত্রী এ সব কথা বলেন। ফিডার ক্যানেলের উপচে পড়া জল নিষ্কাশনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী জানান, এ ব্যাপারে ৪.১২ কোটি টাকার যে কাজ শুরু করা হয়েছে ৮৫ সালের জুন মাস নাগাদ তা শেষ হবে এবং প্রায় ১৪ হাজার একর জমি চাষযোগ্য করা যাবে। ধুলিয়ানের তারাপুরের কাছে বিড়ি শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য আর একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছেন। শ্রমমন্ত্রী জানান, রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে হাসপাতালের নকশা প্রস্তুত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এবং বিষয়টি সি পি ডবলু ডি কে পাঠানো হয়েছে।

ব্যাপক বোমাবাজীতে সুজাপুর সন্ত্রস্ত, ধৃত ১৩, গ্রামবাসীদের আস্থা ফেরাতে বসল পুলিশ চৌকি

নিজস্ব সংবাদদাতা : দুটি রাজনৈতিক দলের ব্যাপক বোমাবাজীতে আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের মধ্যে আস্থা ফেরাতে রঘুনাথগঞ্জ থানার সুজাপুরে শনিবার থেকে পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছে। ওই দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সুজাপুর বস্তুতঃপক্ষে দুই রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মুক্তাঞ্চলে পরিণত করে। খই-মুরকির মত বোমা ফাটায় তারা। এর মধ্যে অনেকগুলিই বেশ শক্তিশালী। কয়েকজন আতঙ্কিত গ্রামবাসী রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দিলে পুলিশের একটি দল গ্রামে ছুটে যান। অভিযোগ, তাদের উপরও হামলা চালানো হয়। আত্মরক্ষার তাগিদে পুলিশও কঠোর হয়ে ওঠে। এবং এলোপাথারিভাবে লাঠি চালিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনে। পরে রাইফেল থেকে শূন্যে ২ রাউণ্ড গুলিও ছোড়া হয়। পুলিশের জনৈক মুখপাত্র আমাদের এ খবর দিয়ে জানান, ওই দিনের ঘটনায় জড়িত ১৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। যদিও সন্ধ্যে নাগাদ ধৃতদের সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে পুলিশের এক অফিসার (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রঘুনাথগঞ্জে মাতাল দারোগার ! বেলেল্লাপনা

বিশেষ সংবাদদাতা : হুগলীর চুঁচুড়ার কাছে কোন একটি থানার ও সি পরিচয় দিয়ে সোমবার জনৈক মদ্যপ ব্যক্তির বেলেল্লাপনায় রঘুনাথগঞ্জ শহরে টিটি পড়ে যায়। ঐ ব্যক্তি নিজেকে ধীরাজ রায়চৌধুরী বলে পরিচয় দিয়েছে। অবশ্য রঘুনাথগঞ্জ থানায় তার পরিচয় দেওয়া হয় ধীরাজ চট্টরাজ হিসাবে। ধীরাজ সস্ত্রীক কয়েকজন ইয়ার-বকশীকে নিয়ে একটি এ্যামবাসাডরে চড়ে জঙ্গিপুরে এক বন্ধুর শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে আসেন। সোমবার বিকেল নাগাদ বেহেড মাতাল অবস্থায় ধীরাজ মঙ্গলজন গ্রামের কাছে তার স্ত্রীকে বেদম প্রহার করতে থাকে। সেখানকার গ্রামবাসীরা তাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেলে তারাও কেও কেও প্রহৃত হন। জনতা এরপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে সে সেখান থেকে পালিয়ে আসে শহরে। রাস্তাতেও নাকি স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার চলে। রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটে ধীরাজ তার এ্যামবাসাডারটি মেরামত করে। সেখানেও গাড়ীর মিস্ত্রীকে সে প্রহার করতে শুরু করলে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। ধীরাজ অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করে তাদের। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে বাঁচতে শেষ পর্যন্ত ধীরাজ একটি কাপড়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। পরে পুলিশ এসে তাকে রঘুনাথগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। তখনও সে বেহেড মাতাল। থানাতেও তাকে আস্ফালন করতে দেখা যায়। থানায় তখন ও সি স্বদেশ সরকার ছিলেন না। ক্ষুদে অফিসাররা তাকে সামলাতে হিমসিম খান। এবং শেষ পর্যন্ত 'লিখিত নিয়ে এবং প্রহৃত মিস্ত্রীকে কিছু টাকা গচ্ছা দিলে' ধীরাজকে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় রাত্রে। তার স্ত্রীকে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান স্থানীয় কয়েকজন। জানা গেছে, ঐ ব্যক্তি নাকি এর আগে কোন এক সময় বীরভূমের নলহাটী থানার অফিসার-ইন-চার্জ ছিলেন।

ডাক্তার লাঞ্ছিত কাজ বন্ধের হুমকী

নিজস্ব সংবাদদাতা : আহিরণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার ঋষিকেশ মজুমদারকে ১৭ জুন একদল যুবক মারধোর করার ঘটনা নিয়ে হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কর্মীরা নিরাপত্তার দাবী জানিয়ে বহরমপুরে জেলার ভারপ্রাপ্ত সি এম ও এইচ কে বার্তা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফুলতলার ফুল গাছটি বিক্রি হয়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্র ফুলতলার অতিকায় ফুলগাছটি অবশেষে বিক্রি হয়ে গেল। জঙ্গিপুরের এক ব্যক্তি মাত্র ৯৫৫ টাকায় গাছটি কিনে নিয়েছেন। ওই ফুল গাছটি বহু দিনের পুরোনো হওয়ায় তা যে কোন মূহূর্ত্তে ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ফলে গাছটির মালিক পূর্ত বিভাগ তা নীলাম ডাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে গাছটির ক্রেতা গাছটি কাটার ব্যাপারে বেশ ফ্যাসাদে পড়েছেন। গাছের নীচে অবস্থিত একাধিক দোকানপাট ও বৈদ্যুতিক পোল বাঁচিয়ে কিভাবে বৃক্ষটির ছেদন কার্য্য সমাধা করা যায় তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলেছে।

ব্যাপক বিক্ষোভে কান্দীতে পুর কর কমল

বিশেষ সংবাদদাতা : ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের মিছিল, ডেপুটেশন ও বিক্ষোভের ফলে কান্দী পুর কর্তৃপক্ষ নতুন হারে ধার্য পুর কর শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়েছেন। সেই সঙ্গে পুর বোর্ড কিছু ব্যবসায়ীর মাত্রাতিরিক্ত করের ব্যাপারে রি-অ্যাসেসমেন্ট কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৯০ সাল

॥ পুর কর ॥

জঙ্গিপুর পুরসভাধীন এলাকায় বাস্তুকর বৃদ্ধি করিয়া পুর কর্তৃপক্ষ নোটীশ জারী করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট ফরমে আপত্তি আহ্বানও করিয়াছিলেন। ইহার মেয়াদ ছিল ৩১ মে পর্যন্ত। করদাতা-দের আপত্তি যে সংখ্যায় জমা পড়িয়াছে, তাহাতে ঐ কর বৃদ্ধির বিষয়টি সম্ভবতঃ পুনর্বিবেচিত হইবার অবকাশ রাখে।

বাস্তুকর বৃদ্ধির যে নোটীশ পাঠান হয় তাহাতে দেখা যায় যে, প্রায় নব্বই শতাংশ নাগরিকই দ্বিগুণ বা তিনগুণ কর বৃদ্ধির ধাক্কা খাইয়াছেন। এই জন্যই অস্বাভাবিক কর বৃদ্ধিতে অধিকাংশ নাগরিকেরই আপত্তি। 'রেণ্ট ভ্যালু-য়েশন'কে সামনে রাখিয়া বর্তমান কর ধার্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এক'শ টাকা পর্যন্ত ভ্যালুয়েশনে এই কর ধার্য হয় নাই। ইহা মধ্যবিত্ত ও অবস্থাপন্ন পরিবার হইতে উসুল করার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া নাকি এত কর বৃদ্ধি হইয়াছে।

কর বৃদ্ধির ব্যাপারটি অনেক ক্ষেত্রে নাকি মাত্রাতিরিক্ত বলিয়া নাগরিকদের পক্ষ হইতে অভিযোগ। কেহ কেহ অভিযোগ করিতেছেন যে, নিজের বসবাসের জন্য যে বাস্তু ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার ভ্যালুয়েশন পূর্বা-পেক্ষা বেশী ধরা সঙ্গত হয় নাই। ভাড়া দিয়া যে বাস্তু হইতে উপার্জন করা হয়, তাহার ক্ষেত্রেই ভ্যালুয়েশন নীতি প্রযোজ্য হওয়া সঙ্গত।

অভিযোগে আরও জানা যায় যে, যেমন যেমন কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তদনুপাতে পৌর-স্বাচ্ছন্দ্য নাগরিকেরা পান নাই। পরিকল্পনাহীন বাড়ী-ঘর তৈয়ারীর অনুমতি, জল নিকাশের সম্যক ব্যবস্থা না থাকা, তরবাজারের সংকীর্ণতা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা না হওয়া, কোন কোন ওয়ার্ডের চরম দৈন্যদশা ইত্যাদি বিষয়ে নাগরিকদের অভিযোগ।

কর বৃদ্ধি হওয়ার জন্য আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। বর্ত্তমানে সর্বস্তরে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে; তাহার প্রভাব হইতে পুরসভা মুক্ত হইতে পারেন না। সুতরাং করের মাত্রা বাড়াইয়া তাহা পূরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই বৃদ্ধির ব্যাপার অস্বাভাবিক না হওয়াই সমীচীন। সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়। পুরসভা কর্তৃপক্ষ ইহা বিবেচনা করুন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই পুর এলাকায় বহু ব্যবসায়ী বিভিন্নভাবে ব্যবসায় বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহাদের ট্রেড-ট্যাক্স বাড়াইয়া ঘাটতির কিছুটা মিটান যায়। তাহা না করিয়া শুধু বাস্তু কর বৃদ্ধি করিলে বাস্তু বিক্ই দুঃখের কারণ হইবে।

হাওয়ার সাথে লড়াই

দুর্ম্মুখ

সুকুমার রায়ের একটা কবিতার লাইন মনে পড়লো হঠাৎ। তাই দিয়েই শুরু করলাম। 'ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হলো ব্যথা।' অনেক চেষ্টা করেও সমস্ত কবিতাটা মনে করতে পারলাম না। ছেলেবেলা পড়েছি তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা চলে গিয়েছে বিস্মৃতির অন্তরালে। শুধু ভাল লাগার রেশটুকু, সেই কৌতুকর ছবিটুকু মনে জেগে আছে। এ জগতে এক জাতের মানুষ আছে যারা সত্যি লড়াই এর ধারে কাছেও যায় না, কিন্তু নিজের ছায়ার সাথে, হাওয়ায় লড়াই চালিয়ে জয়ী হয়ে জয়ের আনন্দলাভে মসগুল থাকে। অনেক দিন আগে এক পাগলকে দেখেছিলাম। চলতি পথে দেখলাম সে নির্বিকার চিত্তে আশে পাশের মানুষের ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে অগ্রাহ্য করে কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। ছেঁড়া শার্টের আস্তিন গুটিয়ে পাজামা পা গুটিয়ে হাঁটুর উপর তুলে আস্ফালন মারছে আর বলছে, 'চলে আয় কত লড়নেওয়ালা দেখি।' 'দেখেছিস হাতের গুণ, এক ঘুঁসিতেই দাঁত উড়িয়ে দেবো।' বলেই হাওয়ায় চালালো ঘুঁসি। তারপর পতিত কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘৃণা করে পা দিয়ে ঠেলে ছ্যাঃ ছ্যাঃ থুঃ থুঃ করতে করতে বীর দর্পে পথে চলতে শুরু করলো বিজয়ীর মত। এতদিন ভাবতাম পাগলেই এমন করে, এমন কথা বলে। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। এমন অনেকেই আছেন। আমাদের প্রবীণ শ্রদ্ধেয় মার্কসবাদী নেতা ও মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীও সহসা সেই রকমই উক্তি ও আচরণ করছেন। তিনি বলে বসলেন, পশ্চিমবঙ্গে একদিন গৃহযুদ্ধ হবেই সেদিন দেখা যাবে কে হারে কে জেতে। হায়রে কার সঙ্গে যুদ্ধ! কে কোথায়! হার জিতের প্রশ্নই বা উঠছে কেন! বিপ্লব বললে না হয় বুঝতাম কার্ল মার্কস এর অনুগামী যাঁরা তাঁরা শয়নে স্বপনে, ঘুমে-জাগরণে বিপ্লব দেখেন, বিপ্লব ভাবেন, বিপ্লবী তৈরী করেন, মহড়া দেন বিপ্লবের। কিন্তু এতো বিপ্লবের কথা নয়, গৃহযুদ্ধের কথা। তালপাতার সেপাই এর কথা মনে পড়লো। সে বলতো আমার এক হাতে ঢাল আর এক হাতে তলোয়ার। যুদ্ধ করবো কোন হাতে। এঁদেরও তো এক হাতে মন্ত্রীর ছড়ি, আর এক হাতে ভোট ধরার দড়ি, এঁরাই বা যুদ্ধ করবেন কোন হাতে? গণতন্ত্র বিশ্বাস করলে যুদ্ধ চিন্তা অবান্তর। আবার অবিশ্বাস করলে ভোট করার, নির্বাচন করার অধিকারও হারাতে হয়। যাঁরা গৃহযুদ্ধ চান, তাঁরা ভোটের জন্য এত লালায়িত কেন? তাহলে এই যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস একি আমাদিকে ভেড়া বানিয়ে জলে ফেলার মতলব, সন্দেহ জাগে। তবে যদি গৃহযুদ্ধ বলতে বিনয়বাবু ভেবে থাকেন নিজের ঘরের যুদ্ধ তবে তা হবেই শুধু নয়, শুরু হয়ে গিয়েছে। বামফ্রন্টের নিজেদের শরিকদের মধ্যে আগে শুরু হয়েছে গৃহযুদ্ধ। এ যেন 'charity begins at home'। তাই ঘরে হচ্ছে মহড়া। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভাইয়ে ভাইয়ে যে সম্প্রীতি যে খেলা আমরা দেখলাম তা সত্যই মনোমুগ্ধকর। আহা কি ভাব ভাইয়ে ভাইয়ে। দৃঢ় আলিঙ্গণবদ্ধ দুই ভাই চুমু খাচ্ছেন পরস্পরের গালে, আর সেই তালে ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে পিছনের লোক ইসারায় জানালেন মার ল্যাং। সেই ল্যাং খেয়ে ভাই যখন ব্যাঙ হয়ে দম্ করে পড়লেন মাটিতে তখন অপর ভাই উন্মত্ত হয়ে ড্যাড্যাং ড্যাং করে বাজনা বাজিয়ে প্রেত নৃত্য শুরু করলেন। কিন্তু এই ফাঁকে সুযোগ বুঝে অবুঝ লোক ঘরে ঢুকে জিনিষ-পত্র লুঠছে দেখে জ্ঞান পেয়ে ল্যাং খাওয়া ভাইকে ঠ্যাং ধরে সোজা করে বললো ভাইরে ভুল হয়েছে এবার ক্ষেমা দে, আয় দু'ভাই এ চোর তাড়াই। এ গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কলির কল্লা খসছে। আর দেরী নাই। দিন আগত ঐ। যেদিন দেখবো দুদিকে দুজনে হাঁক দেবে, থাক প্রাণ যাক মান ধন সম্পত্তি সব যাক, তবু মুঁই না ছাড়িব তোরে? বিনয়বাবুকে জ্যোতিষ বিদ্যা শিখতে হবে না। আমরা হাত না দেখেও, কপাল না দেখেও কপালের লেখা, হাতের রেখা পড়তে পারছি। এ গৃহযুদ্ধ একদিন হবেই। ভাইকে গাছে তুলে দিয়ে আর এক ভাই মই কেড়ে নিয়ে হবে পগার পার। অতএব বিনয়বাবুকে ধন্যবাদ তিনি আমাদিকে শুধু শুরুতেই সজাগ করে দিয়ে জানিয়ে দিলেন—'গৃহযুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে হবেই।'

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

খুন : প্রতিবাদ

২২ জুন তারিখে আপনার পত্রিকায় 'শ্বাসরোধ করে খুন' শিরো-নামে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণো দি ত। আমাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ফেলা এবং লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই ওই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে বলে মনে করি। কাজলের মৃত্যু স্বাভাবিক। আশা করি এই প্রতিবাদ পত্র পত্রিকায় ছাপিয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন।

যশোধর কেঠে, বৃন্দাবন কেঠে
মির্জাপুর, মুর্শিদাবাদ

গুলি নয় ছররা

হুতুম

১

বাহারে বাহারে বাহারে।
ট্যানা হলো টেনুবাবু
ভোটের বাজারে
ভোট পেরুলো যেই
টেনুবাবু আবার ট্যানা
কে তার ধার ধারে।
বাহারে বাহারে বাহারে॥

২

আয় আয় আয়
আমি ছাড়া কেউ জানে না
বাঁচার পথটি ভাই॥
যদি পালাস দূরে
কে বাঁচাবে তোরে
বোমা আছে আমার কাছে
পালাবে কোথায়।
আয় আয় আয়?

গদি গদি গদি
আমার হাতে গদি
লেলিয়ে দেবো ধরবে পুলিশ
পালাও তুমি যদি॥
তাইতো বলি পালিয়ে তুমি
বাঁচতে পারবা নাই।
আয় আয় আয়।

তাই তাই তাই
ভাল করতে নাই বা পারি
মন্দ করতে নাইকো জুরি
মোদের মত ভাই
আয় আয় আয়

৩

টাক ডুমাডুম টাক
গুপ্ত মহা সুপ্ত হলো
মিত্রের ফেরে লাক্॥
টাক ডুমাডুম টাক॥

টাক ডুমাডুম টাক
বেয়াদব লোকগুলা সব
ঘসেই দিলো নাক
টাক ডুমাডুম টাক (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

মুর্শিদাবাদ চর্চা কেন্দ্র

মুর্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার জন্য কিছু অনুসন্ধিৎসুদের উদ্যোগে 'মুর্শিদাবাদ চর্চা কেন্দ্র' নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পর্কে ব্যাপক চর্চায় আগ্রহ আরও অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আছেন যাঁদের কাছে এই সংস্থার উদ্যোক্তারা এখনও পৌঁছতে পারেন নি। সেই যোগাযোগ স্থাপনেরও চেষ্টা চলছে। সকলকে এক প্রতিষ্ঠানে সমবেত করার উদ্দেশ্যে আমরা সমস্ত আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি। এ ছাড়াও গবেষণার প্রাথমিক কাজ হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলার উপর প্রকাশিত বিভিন্ন বই ও নানা পত্রপত্রিকায় মুর্শিদাবাদ সম্পর্কিত যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার একটি সুসংবদ্ধ তালিকা প্রস্তুত করা হবে। যাঁদের কাছে এই ধরনের বই বা পত্রপত্রিকা আছে তাঁদেরকে বইয়ের নাম, লেখকের নাম, পত্র পত্রিকার নাম, সংখ্যা, প্রকাশকাল ইত্যাদি জানানোর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদ কালেক্টরেট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক প্রতিভারঞ্জন মৈত্র।

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি

জঙ্গিপুর: সম্প্রতি জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ জুন মহঃ আনারুজ্জামানকে সভাপতি, ডাঃ লিয়াকত আলিকে সহ-সভাপতি এবং হিমাংশু সরকারকে সম্পাদক নির্বাচন করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মুরগী পালনে ভিটামিন-ই

মুরগী পালকেরা মুরগী পালনে ভিটামিন-ই এর গুরুত্ব মনে রেখে মুরগী পালন করলে বেশী ডিম ও ভালো স্বাস্থ্যের মুরগী অনায়াসেই পেতে পারেন। কেরেলার ত্রিবেন্দ্রামে অবস্থিত রিজিওনাল পোলট্রি ফার্ম সূত্রে এই খবর পাওয়া যায়। ১৫ মাস বয়স্ক লেগ হর্ণ মুরগীদের (৪৪০টি মুরগীর ওপর পরীক্ষা করা হয়) শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্যের সংগে ১০ গ্রাম হারে ৫০ ভাগ ভিটামিন-ই গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়া হয়। এবং ঠিক এই সংখ্যার মুরগীদের ভিটামিন 'ই' না দিয়েও পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায় ভিটামিন 'ই' সম্পন্ন খাদ্য যে সব মুরগীদের খাওয়ানো হয়, সেই মুরগীরা বাকী মুরগীদের থেকে বেশী স্বাস্থ্যবান ও শক্তিসম্পন্ন হয় এবং সাধারণের থেকে তাদের ডিম দেওয়ার ক্ষমতাও শতকরা ১৫% বেশী হয়। (এফ, আই, ইউ)

Abridged Tender Notice No. I of 1983-84

of Ganga Anti Erosion Dn. Raghunathganj Murshidabad

Sealed tenders are invited in WBF. No. 2908 from class-I Contractors of I. & W. D. & bonafide outside contractors for supply of boulders detailed below by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dt. Murshidabad. Estimated costs & earnest money are :—

1. Supply of boulders at Dhulian reach.
   Rs. 6,44,800/-, Rs. 12,896/-
2. Supply of boulders at Aurangabad reach.
   Rs. 13,50,000/-, Rs. 20,000/-

Details regarding time allowed, tender-documents, and other particulars may be had from the above office upto 4·00 p. m. in any working days. Last date of application for purchasing tender form is 27-7-83 upto 1·00 p. m. Last date for receipt of tender is 29-7-83 upto 3·00p. m.

B. K. Dasgupta
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division
Raghunathganj, Dt. Murshidabad

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্রাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন: অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দাও ফিরে সে অরণ্য

প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং সুস্থ জীবনের প্রয়োজনীয় পরিবেশ রক্ষার জন্য যেখানে অরণ্যের অনুপাত হওয়া উচিত শতকরা ৩৩ ভাগ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির পরিমাণ ১৩ শতাংশ। বনভূমির পরিমাণের সঙ্গে বৃষ্টিপাত, ভূমিক্ষয়, আবহাওয়ার আর্দ্রতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ নিবিড়ভাবে যুক্ত। নির্বিচারে বন ধ্বংস করার ফলে আমাদের দেশে যে সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে আছে খরা, বন্যা এবং সর্বোপরি পরিবেশ দূষণ। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আজ প্রয়োজন ব্যাপকভাবে বনসৃজন।

এদিকে লক্ষ্য রেখেই সরকারী প্রচেষ্টায় বনভূমি সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন কাঠের চাহিদা মেটাবার জন্য সমাজভিত্তিক বনসৃজনের নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় জনসাধারণেরই ভূমিকা প্রধান। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষ, স্থানীয় ক্লাব বা সংগঠন, বিদ্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত নিজ নিজ পতিত জমিতে, খাল ও নদী-নালার ধারে, গ্রামের রাস্তার পাশে কিংবা পল্লীর প্রান্তরে বৃক্ষরোপণ করে একদিকে যেমন দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন তেমনি বাড়তি আর্থিক উপার্জন করতে পারেন। কারণ এভাবে সৃষ্ট বনজ সম্পদ হবে জমির মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা ছাড়াও বিক্রয় করা যাবে। এই কাজে জনসাধারণের উদ্যোগকে সার্থক করে তোলার জন্য সরকারের জনবিভাগ গাছের চারা, সার ও পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এজন্য স্থানীয় বনবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিশ্ব অর্থ ভাণ্ডারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে সমাজভিত্তিক বনসৃজনের এক ব্যাপক প্রকল্প রূপায়ণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের খরাপ্রবণ এলাকার চাষের অনুপযুক্ত পতিত জমিতে এই প্রকল্পের সাহায্যে বনজ সম্পদ সৃষ্টির ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

বনবিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মী এবং জনসাধারণের যৌথ প্রয়াসে সার্থক হোক সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্প। অরণ্য সম্পদে ভরে উঠুক পশ্চিমবঙ্গের রুক্ষ প্রান্তর, বৃক্ষের আবরণে আচ্ছাদিত হোক নগ্ন ভূমি, আর বন্ধ্যা মৃত্তিকা শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠুক।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩ ছাত্রীর বৃত্তি লাভ

রঘুনাথগঞ্জ : রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রী এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় জাতীয় বৃত্তি পেয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে হুসনুল ফেরদৌসী। সে অঙ্কে একশোর মধ্যে ৯৯ নম্বর পেয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা জানান, ঐ বিদ্যালয় থেকে এ বছর ৫২ জন ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে সকলেই পাশ করেছে। এদের মধ্যে ৫ জন প্রথম বিভাগে এবং ২৯ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে দ্বিতীয় বিভাগে।

বসল পুলিশ চৌকি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান, সুজাপুর গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই দুটি দলের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। পূর্বে দুটি দলই ছিল মূলতঃ কংগ্রেস দলভুক্ত। পরে বিবদমান একটি দল সি পি এম এ নাম লেখায়। বছর দেড়েক আগে এই বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। ব্যাপক মারদাঙ্গা, লুঠপাটে অবস্থা চরমে উঠলে পুলিশ দুই পক্ষের নেতাদের কাছে মুচলেকা লিখে নেয়। অবস্থা কিছুদিন শান্ত থাকার পর সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন থেকে ফের গোলমাল শুরু হয়। কয়েকদিন আগে গ্রামে রাতভর বোমা ফাটে। ওই বোমার শব্দে রঘুনাথগঞ্জ শহরকেও কাঁপিয়ে তোলে। ওই পুলিশ অফিসারের মতে, গ্রামে দুটি বিবদমান পক্ষের সমর্থকদের হাতে প্রচুর পরিমাণে চোরাই অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা রয়েছে। এগুলি সীমান্ত পেরিয়ে আনা হচ্ছে বলে ওই পুলিশ অফিসারের সন্দেহ। পুলিশ চৌকি বসানোর ফলে গ্রামের পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত। গোয়েন্দা বিভাগকে গ্রামের কয়েকজনের উপর কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে।

চাই কড়া দাওয়াই ঃ কংগ্রেস এবং সি পি এম নেতারা হস্তক্ষেপ না করলে সুজাপুরের রামরাজত্ব দুদিনে 'ঠাণ্ডা' করে দিতে পারে পুলিশ। পুলিশের এক অফিসারের মতে, এর জন্য কড়া দাওয়াই চাই। তিতিবিরক্ত ঐ অফিসার বলেছেন—সহ্যের একটা সীমা আছে। সে সীমা লঙ্ঘন করে গ্রামে ফের অশান্তি সৃষ্টি কোনমতেই বরদাস্ত করা যায় না। এর সঙ্গে জড়িত আছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন। কিন্তু পিছনে ইন্ধন আছে কিছু কিছু নেতারও। ওই অফিসারের আশঙ্কা, পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল তাতে বোর্ড গঠন নিয়ে ওখানে অশান্তি আরো বাড়বে।

গুলি নয় ছররা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

টাক ডুমাডুম টাক
ব্যারাকপুরের মানুষ ভালো
ফিরলো তাইতো লাক ॥
টাক ডুমাডুম টাক ॥

টাক ডুমাডুম টাক
'ফিরায়ে আনিব তোরে'
বলে দেব জ্যোতি।
ফোঁকরে গলায়ে আনি
করে ধনপতি ॥
(এবার) লড়াই উঠবে জমে
রঙ্গ রঙ্গ ভূমে
আবার পুনঃ শুনতে পাব
লম্ফ ঝম্ফ হাঁক
টাক ডুমাডুম টাক ॥

পুর কর কমল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওই কমিটিতে মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধিকেও রাখা হয়েছে। কান্দী থেকে একজন সংবাদদাতা আমাদের এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, সেখানে প্রায় প্রতিটি পরিবারের উপরেই কর বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং সেখানেও ব্যাপক হারে 'অবজেকসন' জমা পড়েছে।

কাজ বন্ধের হুমকী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাঠিয়েছেন। ঘটনার কথা জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও'কেও জানানো হয়েছে। যদিও এ পর্যন্ত কাওকেই গ্রেপ্তার করা যায়নি। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ দিন দুপুরে আউটডোরে লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে বচসা থামাতে ডাঃ মজুমদার হস্তক্ষেপ করেন। পরে একদল যুবক অতর্কিতে ডাক্তারের উপর চড়াও হয় এবং তাঁকে মারধোর করে। এ ব্যাপারে জড়িতদের নামধাম জানিয়ে সুতি থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউই গ্রেপ্তার হয়নি। কর্মীরা সি এম ও এইচ কে হুমকী দিয়েছেন, ডাক্তার লাঞ্ছনার প্রতিকার না পেলে তারা হাসপাতালের যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ করে দেবেন।

সংহতি কার্যসাধিকা

আমাদের বর্তমান সংখ্যা প্রকাশ তারিখের পূর্বেই ভারত ক্রিকেট জগতে এক আলোড়ন এনে দিয়েছে। বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেট দল বিজয়ীর সম্মান লাভের পর হতে একের পর এক বিজয় সম্বর্ধনা খেলোয়াড়েরা তথা দলটি পাচ্ছেন। বিদেশে ত হল, এখন স্বদেশে তাঁদের স্বদেশী জনেরা নানাভাবে সম্মান দান করবেন। ভারতের এই জয়ে আমরাও গর্বিত এবং বিজয়ী দলকে আমরা পত্রিকার পক্ষ হতে সম্বর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। টেষ্ট ক্রিকেট এবং সীমিত ওভারের একদিনের ক্রিকেট—উভয় খেলার চরিত্র ও প্রকৃতি আলাদা। বিশ্বকাপে ভারত এবার যে রকম সাফল্য দেখিয়েছে এবং বিশেষ করে ফাইনাল খেলায় দুর্ধর্ষ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পর্যুদস্ত করে নিজেদের অতি দুর্বল ১৮৩ রাণের জবাবে মাত্র ১৪৩ রাণে তাদের সব উইকেট দখল করে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে, তার মূলে যে দলগত নিষ্ঠা, তারই জন্যে তাঁরা আবার ধন্যবাদার্হ। সংহতি কার্যসাধিকা; বিচ্ছিন্নতা সর্বনাশিকা—এটা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক বা রাষ্ট্রীক, পুরোপুরি প্রযোজ্য।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন ঃ ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ষোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।